গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩, উমেশ দত্ত রোড, বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd

নং ৫৮.০৪.০০০০.০২১.০৩.০২০.১৯- ৭৯৫

তারিখঃ ০৪ ভাদ্র' ১৪২৮ / ১৯ আগস্ট'২০২১

বিষয় : উন্নয়ন ও সাফল্যের একযুগ" শীর্ষক পুস্তক মুদ্রণের জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ।

সূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, প্রশাসন -১ শাখা এর স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০১২.৩৪.০০৭.২০১৯-৪৬৭ তাং- ১৭-৮-২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক "সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের একযুগ" শীর্ষক পুস্তক মুদ্রণের পরিপ্রক্ষিতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত উন্নয়ন ও সাফল্যের প্রতিবেদন (২০০৯-২০২০পর্যন্ত) সরকারের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সবিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ প্রতিবেদন-০৪ (চার) পাতা।

১৯.৮.২১

মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা
ig@prison.gov.bd

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
আইসিটি সেল
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
স্মারকটি কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উন্নয়ন ও সাফল্যের একযুগ" শীর্ষক পুস্তক মুদ্রণের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে কারা বিভাগের উন্নয়ন ও সাফল্যের প্রতিবেদন বিষয়ক তথ্য নিম্নরূপ ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০১৯-২০২০
১	২	৩	৪
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।	রাজস্বখাতে সৃজিত পদ	৮৩৬৫ টি	১২১৭৮টি
	রাজস্ব বাজেট	২৯৮,৫৬,২৫,০০০/-	৮৫৭,৪৫,৩০,০০০/-
	কয়েদী বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান	পূর্বে ছিল না	১২৩৪ জন বন্দিকে ৩০,৪২,১৪৩/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
	বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন	পূর্বে ছিলনা	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।
	সকালের নাস্তা	বৃটিশ আমল হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল;	বন্দিদের সকালের নাস্তায় বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুরি, সবজি-রুটি ও হালুয়া-রুটি প্রদান করা হচ্ছে;
	বালিশ ও কম্বল	বৃটিশ আমল হতে ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত কারাগারে আটক বন্দিদের জন্য ০৩টি কম্বল বরাদ্দ ছিল;	বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ০৩টি কম্বলের মধ্যে ০১টি কম্বলের পরিবর্তে ০১টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে;
	ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়	২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীদের আনা-নেওয়ার জন্য ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ছিল না;	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ডি আই পি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট (সাধারন) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়;
	ক্রয় প্রক্রিয়া	২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত ই-জিপি'র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া ছিল না; সাধারন প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করা হতো।	বর্তমান সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ই-জিপি'র মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
	বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি সাক্ষর	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে চালু রয়েছে।

	বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে দৈনিক খোরাকী ভাতা মাথাপিছু	১৬/- টাকা	১০০/- টাকা বাস্তবায়ন-১১/১২/২০১৮
	কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রতি ভিজিটে সম্মানি	৫০/- টাকা	২০০/- টাকা বাস্তবায়ন-২৪/১/২০১৯
	বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	১৫/- টাকা	৩০/- টাকা বাস্তবায়ন-০৫/৫/২০১৯
	কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মাসিক বেতন	২০/- টাকা	৫০০/- টাকা বাস্তবায়ন-১৭/৬/২০১৯
	বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	৩০/- টাকা	১৫০/- টাকা বাস্তবায়ন-১৪/৭/২০১৯
	আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	পূর্বে ছিল না	২৬/- টাকা বাস্তবায়ন-১০/১২/২০১৯
	কারাগারে আটক বন্দিদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩০ টি কারাগারে ৩৯ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে	পূর্বে ছিল না	জুলাই/১৪ হতে জুন/২০ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৭,৩৫৮ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ (ক) গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ এবং মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ	কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ।	পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।
	(খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ	পূর্বে কোন কারাগার ছিল না।	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত

		এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা সম্ভব হচ্ছে।
(গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ	কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ।	চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।
বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি	বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,৬৬৮ জন।	বন্দি ধারণক্ষমতা ১৩,৪৮২ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২১৫০ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন	পূর্বে জাদুঘর ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। কাজ সম্পন্ন হলেই জাদুঘর দুটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।
বিডিআর বিচারের জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ	পূর্বে কোন স্থাপনা ছিল না।	২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচারের জন্য কারা অধিদপ্তর প্যারেড মাঠে মাত্র ৩২ দিনে অস্থায়ী আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে উক্ত আদালত ভবনে বিভিন্ন মামলার বিচার কার্য চলছে।
কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ	কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে মাত্র ৬টি গাড়ী ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না।	কারা বিভাগের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর ও বরিশাল বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শকদ্বয়ের ব্যবহারের জন্য রাজস্ব খাত হতে ০২টি জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়;
মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না।	৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে।
কারা বেকারী চালু	কোন কারা বেকারী ছিল না।	কারা বেকারী চালুর মাধ্যমে বেকারীতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।
কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন	কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না।	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব

		হচ্ছে।
কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ	কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না।	কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের অনুমোদনক্রমে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।
অফিসার্স মেস নির্মাণ	কোন অফিসার্স মেস ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে।
রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	কারা বিভাগের কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/একাডেমি নেই।	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে।
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	এখানে কারাগার ছিল।	২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় করাগার ঢাকার কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরের পর পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী 'পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হবে। এখানে উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা যাবে এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সবুজে ঘেরা একটি দৃষ্টিনন্দন এবং ঐতিহাসিক এলাকাটি হবে ঢাকাবাসীর জন্য হবে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর একটি সুন্দর ও আদর্শ জায়গা।
ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।
ওয়েব বেজড্ প্রিজন ভ্যান সংযোজন	কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না।	প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।
ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি	বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৭টি।
চলমান প্রকল্প	-	বর্তমানে কারা অধিদপ্তরের নিয়ে বর্ণিত ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে- (ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

		(খ) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প
নতুন প্রকল্প গ্রহণ	-	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, সকল কারাগারে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ, দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন এবং ঠাকুরগাঁও, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি কারাগার নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণসহ মোট ১৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

১৯.৮.২১

মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা
ig@prison.gov.bd